২৬/১০/২০০১

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সঠিক সময়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিত করতে ২০ দফা সুপারিশ

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে মুদ্রণ কাজ তদারকসহ সার্বিক দায়িত্ব প্রদান

শাহনেওয়াজ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌছানো ও নকল বই প্রতিরোধের জন্য একটি অডিট গ্রুপ ২০ দফা সুপারিশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে- দরদাতাদের সামর্থ্য বিবেচনার জন্য প্রেস পরিদর্শন, প্রেসের টেকনিক্যাল দিকগুলো পরীক্ষা করা, সেশন শুরুর অন্তত তিন মাস আগে ছাপার কার্যাদেশ দেয়া, নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার না করা, ছাপাখানার জন্য সময়মতো সরবরাহ ব্যর্থতার জন্য দণ্ডমূলক জরিমানা আদায় করা, ছাপা কাজের বিভিন্ন স্তরে সময়সীমা বেঁধে দেয়া, ছাপাখানা নির্বাচনের আগে একটি নির্বাচনের নীতিমালা তৈরি করা। এদিকে নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌছানো নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট একাধিক মহল। তবে সুপারিশ : পৃষ্ঠা : ১৯ কলাম : ২

সুপারিশ : পাঠ্যপুস্তক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক যুগান্তর প্রতিনিধিকে জানান, সঠিক সময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌছানোর সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, ২০০১ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তক সময়মতো ছাত্রছাত্রীদের হাতে না পৌছানো, বই কেলেংকারি ও নকল বই ছাপা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজেই বিপাকে পড়েছে। একই সঙ্গে ২০০১ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারিসহ এনসিটিবি'র কার্যক্রম নিয়ে সরেজমিনে অডিট করার জন্য একটি অডিট গ্রুপকে দায়িত্ব দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে ওই অডিট গ্রুপ ২০টির বেশি সুপারিশ সংবলিত ৪৮ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সারাদেশে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সময়মতো বই পৌছে দেয়ার অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজে কোন সতর্কতা ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমনকি এনসিটিবি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ছাপার কাজ পরিদর্শন ব্যবস্থা কার্যকর নয়। ২০০১ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে। এনসিটিবি কর্তৃক নির্ধারিত কাগজে বই না ছাপা, পোস্তানি কাগজ বইয়ে ব্যবহার না করা ইত্যাদি প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০১ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের জন্য এনসিটিবি কর্তৃক কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে শুকতারা ও ফ্রি প্রেস এনসিটিবি'র গুদাম থেকে সরাসরি কোন কাগজ সরবরাহ নেয়নি। তাদের অর্পিত ক্ষমতাবলে স্বনামে ও বেনামে বিভিন্ন মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান এনসিটিবি থেকে চুক্তি লঙ্ঘন করে কাগজ উত্তোলন করেছে। বিভিন্ন মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাগজ উত্তোলন করায় চুক্তি বহির্ভূতভাবে সাব কন্ট্রাক্টের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এদিকে ২০০১ শিক্ষাবর্ষের অভিজ্ঞতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ সম্পন্ন ও জানুয়ারিতে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌছানোর যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। শুধু পাঠ্যপুস্তক যথাসময়ে ছাপানো ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে সঠিক সময়ে পৌছানোর লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হককে সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বাছাইয়ের মাধ্যমে ৩৩৬টি প্রতিষ্ঠান পুস্তক প্রকাশনার কাজ পেয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক জানান, সার্বিক বিষয় দেখার জন্য শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এরপরও বলব, আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কার্যাদেশের বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পেয়েছি। আশা করছি, সঠিক সময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌছাতে সক্ষম হব।

গত বুধবার শিক্ষা উপমন্ত্রী মোঃ আবদুস সালাম পিন্টু নিজে সরাসরি মতিঝিলের এনসিটিবি অফিসে এসে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর সর্বশেষ অবস্থার খোঁজ-খবর নেন।

সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম পাঠ্যপুস্তক ছাপার কার্যাদেশ বিষয়টি দেখাশোনা করছেন।